

পৌষ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

পৌষ শীতের প্রথম মাস। প্রকৃতির হিমশীতল আমেজ, পিঠাপুলির ধূম, খেজুর গুড়ের পায়েস, মাঠ প্রান্তের কুমাশা ঢাকা সক্ষাৎ, বিল্ডু বিল্ডু শিশির জমা সকাল-দুপুর, বিকাল অন্যরকম আমেজ এনে দেয় জীবন পরিকল্পনা। বাংলার মানুষের মুখে অন্য যোগাতে শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় লেপের উষ্ণতাকে ছুড়ে ফেলে আমাদের কৃষক ভাইরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন মাঠের কাজে। আসুন সংক্ষেপে আমরা জেনে নেই পৌষ মাসে করণীয় বিষয়গুলো।

বোরো ধান

- পৌষ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বোরো ধানের বীজতলা তৈরী করা যাবে। তীব্র শীতে বীজতলা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে শুরু বোরো বীজতলা তৈরি করুন।
- অতিরিক্ত ঠাণ্ডার সময় দিনের বেলা বীক তলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং রাতের বেলা তুলে ফেলতে হবে। রাতের বেলা তুলে ফেলতে হবে বীজতলায় চারাগাছ হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এরপর ও যদি চারা সবুজ না হয় তবে প্রতি বর্গকিমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম দিতে হবে। বোরো ধানে বীজতলার প্রয়োজনীয় পরিচয়া করুন।
- পৌষ মাস বোরো ধানের জন্য জমি প্রস্তুত করার উপযুক্ত সময়। বোরো ধান রোপণের ক্ষেত্রেন্টিপ্রিট দূরত্বে (২০ সে. মি. x ২০ সে. মি) চারার বয়স ৩০ দিন হলে মূল জমিতে রোপন করুন। চারা রোপনকালে শৈত্য প্রবাহশুর হলে কয়েক দিন দেরী করে চারা রোপন করুন।
- বোরো ধান রোপনের পর শৈত্য প্রবাহ দেখা দিলে জমিতে ৫-৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখুন।
- বোরো ধানের চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর প্রথম কিষ্টি এবং ৩০-৪০ দিন পর দ্বিতীয় কিষ্টি হিসেবে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

গম

- গমের জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।
- চারার বয়স ১৭-২১ দিন হলে গম ক্ষেত্রের আগাছা পরিষ্কার করে বিঘা প্রতি ১২-১৪ কেজি অথবা এইজেড অনুসারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে। গমের জমিতে যেখানে ঘন চারা রয়েছে সেখানে কিছু চারা তুলে পাতলা করে দিতে হবে।

ভুট্টা

- ভুট্টার সাথে সাথী বা মিশ্র ফসলের চাষ করে থাকলে সেগুলোর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে।
- চারা গাছের উচ্চতা ১০-১৫ সেন্টিমিটার হলে ১৫-২০ দিন পর পর ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- গোড়ার মাটির সাথে ইউরিয়া সার ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে সেচ দিতে হবে।
- ভুট্টা ক্ষেত্রে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। দুই সারির মাঝে সার দিয়ে কোদালের সাহায্যে মাটি কুপিয়ে সারির মাঝের মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। ১০-১২ দিন পরপর এভাবে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে না দিলে গাছ হেলে পড়বে এবং ফল কমে যাবে।
- এ সময় ভুট্টা ক্ষেত্রে পোকা-মাকড় ও রোগের আক্রমন দেখা দিতে পারে। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন এবং Fall army worm পোকাসহ অন্যান্য পোকামাকড় পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

আলু

- আলু গাছের উচ্চতা ১০-১৫ সেন্টিমিটার হলে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- আলু ফসলে নাবি খসা বা মরক রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ দমনে ২ গ্রাম ডায়থেন এম ৪৫ অথবা সিকিউর অথবা ইভেফিল প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে অথবা খেকেন অনুমোদিত মেনকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক ৭ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।
- নাবি খসা বা মড়ক লাগা জমিতে সেচ দেওয়া ব্যবস্থা করতে হবে।
- তাছাড়া আলু ফসলে মালচিং, সেচ প্রয়োগ, আগাছা দমনের কাজ গুলোও করতে হবে।
- আলু গাছের বয়স ৯০ দিন হলে মাটির সম্মান করে গাছ কেটে দিতে হবে এবং ১০ দিন পর আলু তুলে ফেলতে হবে।
- পর ভালো করে শুকিয়ে বাহাই করতে হবে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

শীতকালীন সরাজি

- ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, মূলা এ সব বড় হওয়ার সাথে সাথে চারার গোড়ায় মাটি তুলে দিন। চারার বয়স ২-৩ সপ্তাহ হলে সারের প্রথম উপরি প্রয়োগ সম্পূর্ণ করুন। সরাজি ক্ষেত্রের আগাছা, রোগ ও পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করুন। এক্ষেত্রে সেক্রে ফেরোয়েন ফীব্র ব্যবহার করতে পারেন। প্রতি বিঘা জমির জন্য ১০-১৫টি ফীব্র স্থাপন করতে হবে।

ডাল ও তেল ফসল

- এ মাসে রোগন্তৃত ডাল ফসলের যত্ন নিন। সারের উপরি প্রয়োগ, প্রয়োজনে সেচ, আগাছা পরিষ্কার, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ সরকাটি পরিচর্যা সময়মত সম্পন্ন করুন। এ মাসে তেল ফসলে (সরিয়া, তিল, তিসি ও সূর্যমুর্বী) যত্ন নিলে কাংখিত ফলন পাওয়া যাবে।

পেঁয়াজ

- কন্দ পেঁয়াজের কলি ডেঙ্গে দিতে হবে। চারা রোগন্তৃত পেঁয়াজের উপরি সার প্রয়োগসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে।

ফল-বৃক্ষ:

- বর্ষায় রোপন করা ফল, ঔষধি বা বনজ গাছের যত্ন নিন। গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করে দিন এবং আগাছা পরিষ্কার করুন। প্রয়োজনে গাছকে খুঁটির সাথে বেঁধে দিন ও গাছের গোড়ায় পানি ধরে রাখার জন্য জাবরা প্রয়োগ করুন।
- এ মাসে খড়-কুটা, পাতা, আগাছা, কচুরিপানা দ্বারা মাটির উপরের শুরু মালচিং করলে মাটির রস মজুদ থাকে।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপরেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেটারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।